রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩/১০ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ (১০ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৩৮ নং আইন

পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৩ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **২০১০ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন;";

(আ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ঞঞ) ও (ঞঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন;

(ঞঞঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন;";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপদেষ্টা কমিটি উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।"।

৩। **২০১০ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরিষদ" শব্দটির পরিবর্তে "কমিটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহের পরিবর্তে "৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে উপদেষ্টা কমিটির" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "পরিষদ" শব্দটির পরিবর্তে "কমিটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১০ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দটির পর "বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **২০১০ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দগুলির পর "অথবা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুযায়ী" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

৬। **২০১০ সনের ৫৩ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd